বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

(মূল প্রতিবেদন)

৩১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ২০০৫-০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৬.০৮.১৪১৫ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ২০.১১.২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের প্রত্যয়নপত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৩১ টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৫-০৬ সনের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

(মোঃ আমির খসরু)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

তারিখ ঃ তারিখঃ ২২.১০.২০০৮ খ্রিঃ

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ ২০০৫-০৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ঢাকা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, বগুড়া। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, জয়পুরহাট। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, পটুয়াখালী। ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ। ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, রাজশাহী। ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ), সড়ক বিভাগ, দোহাজারী, চট্টগ্রাম। ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ। ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রাম। ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ঠাকুরগাঁও। ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, যশোর। ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, নাটোর। ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, লালমনিরহাট। ১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী। ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, সিলেট। ১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ,সিরাজগঞ্জ। ১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ। ১৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ,হবিগঞ্জ। ২০। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ। ২১। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, খুলনা। ২২। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ফেণী ২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ। ২৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, ফরিদপুর। ২৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট। ২৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, বান্দরবান। ২৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, শেরপুর। ২৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার। ২৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, জামালপুর। ৩০। নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা। ৩১। নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ, বৃক্ষপালন বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা।.
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ জুলাই, ২০০৫ হতে জুন ২০০৬।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরণ	ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

√ প্রাপ্যতা অপেক্ষা ঠিকাদারকে ২,৫৭,২৭৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

√ ক্ষতিপূরণের অর্থ হতে আয়কর বাবদ ৩৪,১৪,১৬৫.০০ টাকা অনাদায়ী, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

√ মূল্য সংযোজন কর কম কর্তন করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধে সরকারের ৭,১১,৮৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

√ প্রকৃত আদায়ের তুলনায় অস্বাভাবিক কম হারে সড়কের টোল আদায় করায় ১১,৮৪,০৭,৪৫৮ টাকা সরকারের ক্ষতি।

√ কোডাল বিধি লংঘনপূর্বক বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ১,৫৯,৩২,০৫৪ টাকা পরিশোধ।

√ পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদিত ডিজাইন ষ্টান্ডার্ডকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন কাজে ৬০,৭১,১১৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

√ ঠিকাদারের নিকট হতে সালভেজ মালামালের মূল্য ২,৩১,৭৭,৩৫৯ টাকা আদায় না করে বিল পরিশোধ।

√ কোডাল বিধি লংঘনপূর্বক ইজারাদারের নিকট ৩০,৪২,৯৮২ টাকা আদায় করা হয়নি।

√ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত এবং সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য রাজস্বের ২৯,২৯,৪৯,৪৯৩ টাকা হতে ২৪,৫৫,৪৯,৫৭৪ টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় এবং ৪,৭৩,৯৯,৯২২ টাকা অনিয়মিতভাবে ধরে রাখা হয়।

√ তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ২,২৫,০১,২৩৪ টাকা জামানত খাতে বিধি বহির্ভূতভাবে হিসাবভুক্তি।

√ অনিয়মিতভাবে ১৩৭৩টি সি সি ব্লক ডাম্পিং/পিচিং বাবদ ঠিকাদারকে ২,৬৩,৮৫৭ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

√ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন পরিপন্থী কাজে ৩৮,১৪,৭৮২ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়।

√ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে এক খাতের বরাদ্দকৃত ১,৭১,৪৩,০৯৬ টাকা অনিয়মিতভাবে ভিন্ন খাতে ব্যয়।

√ অনুমোদিত নক্সা বহির্ভূত রাস্তার প্রশস্থতা দেখিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক ৫,০৪,৫৭৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

√ বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতের বিপরীতে ব্যয়িত ৫,২৬,৪৫,৬৯৪ টাকার সপক্ষে দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পাওয়া যায়নি।

√ ১৬.৭১% নিম্ন দরে গৃহীত দরপত্রের সম্পূরক কাজে অতিরিক্ত ২,০১,৫০৫ টাকা পরিশোধ।

√ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে আয়করের ১,৭৩,০৪৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ফেরত প্রদান।

- √ পত্রিকায় খোলা দরপত্র আহবান ও পর্যাপ্ত সময় প্রদান ব্যতীত ১,৪৯,৪৮,২৭৭ টাকার দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন পূর্বক অনিয়মিত ব্যয়।

- √ দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান ব্যতিরেকে ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ঠিকাদারকে ১৮,০৩,৯২০ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

- √ বিভিন্ন কাজে উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামালের মূল্য বিভাগীয় রেটের চেয়ে কম রেটে কর্তন করায় সরকারের ৩,২৭,২৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

- √ ব্রীজ এপ্রোচ সড়কে প্রকৃত সম্পাদিত মাটির কাজের চেয়ে অতিরিক্ত ১৩,৩৮,৬৩১ টাকা পরিশোধ।

- √ সি সি ব্লকের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ৭,৭১,৫৪০ টাকা পরিশোধ।

- √ রোড কাটিং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘদিন পূর্বে প্রাপ্ত ১১, ১২,৩৬,৬৩৭ টাকা সরকারি রাজস্ব তহবিলে জমা বা হিসাবভুক্ত না করে ডিডিও এর ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ।

- √ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপনে সড়কের পেভমেন্ট খনন না করা সত্ত্বেও পেভমেন্ট নির্মাণের জন্য ঠিকাদারদের ৩৫,৮৮,৯৬৩ টাকা পরিশোধ।

- √ পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধান লংঘনপূর্বক বহুল প্রচারিত ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এড়ানোর লক্ষ্যে একই কাজকে খন্ড খন্ড আকারে বিভক্ত করে ১৩,৩১,৩৬,৮০৯টাকার দরপত্র আহ্বান ও নির্দিষ্ট দুইজন ঠিকাদারের মধ্যে কার্যবন্টন।

- √ প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ অমান্য করে ৮০ হাজার টাকার নীচে অসংখ্য দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারদের ৩৩,৫২,২০৬ টাকা পরিশোধ।

- √ মেরামতের অগ্রাধিকার তালিকা সংক্রান্ত Road Asset Management (RAM) এর জরীপ অনুযায়ী মেরামতের প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও সড়ক মেরামতের নামে ৯৩,৯১,৪৫২ টাকার ক্ষতি সাধন।

- √ মন্ত্রণালয় ও সওজ অনুমোদিত Road Asset Management (RAM) এর মেরামতের Critical ও Priority তালিকায় উল্লেখিত চেইনেজ এর পরিবর্তে অন্য চেইনেজে মেরামত দেখিয়ে ১,২৬,৫২,৪৯৪ টাকা অপচয়।

- √ একনেক এর অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও ৪,৪৯,৯৬,৭২০ টাকা প্রকল্পের বিপরীতে কার্য সম্পাদন ও অনিয়মিতভাবে ব্যয়।

- √ মেরামত সংক্রান্ত বাৎসরিক ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন ছাড়াই সমগ্র আর্থিক সালে ২৬,৪৯,২৭,৮৮১ টাকার ঢালাওভাবে মেরামত কার্য সম্পাদন ।

২—

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী ভ্যাট, আইটি কর্তন না করে বিল পরিশোধ করা।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা।
- ইজারার অর্থ যথাযথভাবে আদায় না করা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা প্রদান না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়া।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেজুলেশন/২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব যথানিয়মে সরকারি খাতে জমা না দেয়া।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।
- প্রাপ্ত সরকারি রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয়।
- পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত রোড ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত ও কার্য সম্পাদন না করা।

অডিটের সুপারিশ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব, কোষাগারে জমার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পি পি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে, সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয় থেকে বিরত থাকা।

প্রথম খন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

মূল প্রতিবেদন (বিস্তারিত)

৩১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়,
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ২০০৫-০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

অনিয়মের শিরোনামসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	প্রাপ্যতা অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২,৫৭,৭০,২৭৩	১১
২।	ক্ষতিপুরণের অর্থ হতে আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৪,১৪,১৬৫.০০	১২
৩।	মূল্য সংযোজন কর কম কর্তন করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,১১,৮৩৬	১৩
৪।	প্রকৃত আদায়ের তুলনায়,অস্বাভাবিক কম হারে সড়কের টোল আদায় করায় বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতি।	১১,৮৪,০৭,৪৫৮	১৪
৫।	কোডাল বিধি লংঘনপূর্বক বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ।	১,৫৯,৩২,০৫৪	১৫
৬।	পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদিত ডিজাইন ষ্টান্ডার্ডকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন কাজে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।	৬০,৭১,১১৫	১৬
৭।	ঠিকাদারের নিকট হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য আদায় না করে বিল পরিশোধ।	২,৩১,৭৭,৩৫৯	১৭
৮।	কোডাল বিধি লংঘনপূর্বক ইজারাদারের নিকট অর্থ আদায় না করায় ক্ষতি।	৩০,৪২,৯৮২	১৮
৯।	ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত এবং সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য রাজস্বের টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় এবং অনিয়মিতভাবে ধরে রাখা হয়।	২৯,২৯,৪৯,৪৯৩	১৯
১০।	তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে জামানত খাতে বিধি বহির্ভূতভাবে হিসাবভুক্তি।	২,২৫,০১,২৩৪	২০
১১।	অনিয়মিতভাবে ১৩৭৩টি সি সি ব্লক ডাম্পিং/পিচিং বাবদ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২,৬৩,৮৫৭	২১
১২।	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন পরিপন্থী কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৩৮,১৪,৭৮২.০০	২২
১৩।	সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে এক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ অনিয়মিতভাবে ভিন্ন খাতে ব্যয়।	১,৭১,৪৩,০৯৬	২৩
১৪।	অনুমোদিত নকসা বহির্ভূত রাস্তার প্রশস্থতা দেখিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫,০৪,৫৭৬	২৪
১৫।	বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক মেরামতের বিপরীতে ব্যয়িত টাকার সপক্ষে দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পাওয়া যায়নি।	৫,২৬,৪৫,৬৯৪	২৫
১৬।	১৬.৭১% নিম্ন দরে গৃহীত দরপত্রের সম্পূরক কাজে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।	২,০১,৫০৫	২৬
১৭।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে ধার্যকৃত আয়করের টাকা অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ফেরত প্রদান।	১,৭৩,০৪৪	২৭
১৮।	পত্রিকায় খোলা দরপত্র আহবান ও পর্যাপ্ত সময় প্রদান ব্যতীত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিত ব্যয়।	১,৪৯,৪৮,২৭৭	২৮
১৯।	দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান ব্যতিরেকে ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ	১৮,০৩,৯২০	২৯

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
	কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অনিয়মিত পরিশোধ।		
২০।	বিভিন্ন কাজে উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামালের মূল্য বিভাগীয় রেটের চেয়ে কম রেটে কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,২৭,২৩৬	৩০
২১।	ব্রীজ এপ্রোচ সড়কে প্রকৃত সম্পাদিত মাটির কাজের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১৩,৩৮,৬৩১	৩১
২২।	সি সি ব্লকের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৭,৭১,৫৪০	৩২
২৩।	রোড কাটিং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘদিন পূর্বে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি তহবিলে জমা বা হিসাবভুক্ত না করে ডিডিও এর ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ।	১১,১২,৩৬,৬৩৭	৩৩
২৪।	অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপনে সড়কের পেভমেন্ট খনন না করা সত্ত্বেও পেভমেন্ট নির্মাণের জন্য ঠিকাদারদের অনিয়মিত পরিশোধ।	৩৫,৮৮,৯৬৩	৩৪
২৫।	পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধান লংঘনপূর্বক বহুল প্রচারিত ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এড়ানোর লক্ষ্যে একই কাজকে খন্ড খন্ড আকারে বিভক্ত করে দরপত্র আহ্বান ও নির্দিষ্ট দুইজন ঠিকাদারের মধ্যে কার্যবন্টন।	১৩,৩১,৩৬,৮০৯	৩৫
২৬।	প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ অমান্য করে ৮০ হাজার টাকার নীচে অসংখ্য দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারদের অনিয়মিত পরিশোধ।	৩৩,৫২,২০৬	৩৬
২৭।	মেরামতের অগ্রাধিকার তালিকা সংক্রান্ত Road Asset Management (RAM) এর জরীপ অনুযায়ী মেরামতের প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও সড়ক মেরামতের নামে অনিয়মিত ব্যয়।	৯৩,৯১,৪৫২	৩৭
২৮।	মন্ত্রণালয় ও সওজ অনুমোদিত Road Asset Management (RAM) এর মেরামতের Critical ও Priority তালিকায় উল্লিখিত চেইনেজ এর পরিবর্তে অন্য চেইনেজে মেরামত দেখিয়ে অর্থ অপচয়।	১,২৬,৫২,৪৯৪	৩৮.
২৯।	একনেক এর অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের বিপরীতে কার্য সম্পাদন ও অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৪,৪৯,৯৬,৭২০	৩৯
৩০।	মেরামত সংক্রান্ত বাৎসরিক ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন ছাড়াই সমগ্র আর্থিক সালে ঢালাওভাবে মেরামত কার্য সম্পাদন ।	২৬,৪৯,২৭,৮৮১	৪০
	মোট =	১১৮,৯১,৯৭,২৮৯	

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ প্রাপ্যতা অপেক্ষা ঠিকাদারকে ২,৫৭,৭০,২৭৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১১-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩০-৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার আল আমিন কনষ্ট্রাকশন কোঃ লিঃ কর্তৃক সম্পাদিত ধরলা সেতু নির্মাণ কাজের বিল ভাউচার, ক্যাশবহি, মাসিক হিসাব আরবিট্রেশন (শালিশ)কমিটির সিদ্ধান্ত সিডিউল ইত্যাদি যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায়-
- ৪২৯৫০ ঘন মিটার Hard Stone Boulders সরবরাহ ও ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারকে ১২,৮৮,৫০,২৭৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট- ক)।
- আরবিট্রেশন কমিটির ১৬-০৪-২০০৫ তারিখের স্মারক নং-৬৮৯ ডিজেল এর ব্যাখ্যা নং-৭ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডাম্পিংকৃত বোল্ডারের পরিমাণ হতে ২০% বাদে (১০% ভয়েড +১০% কোয়ালিটি ডেটোরিয়েশন) ঠিকাদারকে পরিশোধযোগ্য মূল্য প্রতি ঘন মিটার ৩,০০০ টাকা হিসাবে (৩৪,৩৬০×৩০০০) = ১০,৩০,৮০,০০০ টাকা।
- ঠিকাদারকে প্রাপ্যতা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (১২,৮৮,৫০,২৭৩-১০,৩০,৮০,০০০)= ২,৫৭,৭০,২৭৩ টাকা যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- প্রাপ্যতা অপেক্ষা ঠিকাদারকে ২,৫৭,৭০,২৭৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে ১৩-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বিধি মোতাবেক ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাবে যে বিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে বিধি বা বিধির কপি জবাবের সাথে সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া ঠিকাদারকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে হবে এ ধরণের কোন বিধির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাজেই ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধিত বিল সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ২,৫৭,৭০,২৭৩ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/ম্যানেজমেন্ট (ব্যবস্থাপনা) এর নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনাম ঃ ক্ষতিপুরণের অর্থ হতে আয়কর বাবদ ৩৪,১৪,১৬৫.০০ টাকা অনাদায়ী, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৭-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৮-৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, জমি অধিগ্রহণ কাজে প্রদত্ত ৫,৯৬,০২,৫৭৬ টাকা ক্ষতিপূরণ হতে ৬% হারে আয়কর বাবদ ৩৪,১৪,১৬৫.০০ টাকা আদায় করা হয়নি। ফলে উক্ত অর্থ সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'খ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- অর্থ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৫২ সি অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, পৌর সভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হলে, উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থের ওপর ৬% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।
- আয়কর বাবদ ৩৪,১৪,১৬৫ টাকা অনাদায়ের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসকের বরাবরে ন্যস্ত করায় উক্ত অর্থ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করার পরে বিল ভাউচার প্রত্যাশী সংস্থা বুঝে নিবে এবং সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আয়কর বাবদ সরকারি রাজস্ব আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শিরোনাম ঃ মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৭,১১,৮৩৬ টাকা কম কর্তন করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নেত্রকোনা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১৮-৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ঠিকাদারী বিল পরিশোধকালে কর্তনযোগ্য হারের চেয়ে কম হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করায় সরকার ৭,১১,৮৩৬ টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'গ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নং-এস, আর, ও-১৬৮-আইন/২০০০/২৬৭/মুসক তারিখ-৮-৬-২০০০, কাষ্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোর অফিস স্মারক নং-৪র্থ/এ (৩৫)/উঃ বাঃ আঃ/ভ্যাট/২০০৪/১৮৭৮ (১-১০) তারিখ-২২-৫-২০০২ অনুযায়ী, নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট সেবা মূল্যের উপর ৪.৫০% হারে মূল্য সংযোজন কর কর্তনযোগ্য।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অনুসৃত হয়নি।
- মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৭,১১,৮৩৬ টাকা অনাদায়ের বিষয় উল্লেখ করে ১৪-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ফলে ভ্যাট কম কর্তনের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডের আদেশ/নির্দেশ প্রতিপালিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মূল্য সংযোজন কর বাবদ বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৪

শিরোনাম ঃ প্রকৃত আদায়ের তুলনায় অস্বাভাবিক কম হারে সড়কের টোল আদায় প্রদর্শন করায় ১১,৮৪,০৭,৪৫৮ টাকা সরকারের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগাধীন টংগী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কের ২৪-৪-২০০৫ হতে ফেব্রুয়ারী'২০০৭ মাসের বিভাগীয়ভাবে টোল আদায়ের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত সড়কের ফেব্রুয়ারী'২০০৭ মাসের টোল আদায়ের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তব যাচাই/তদন্ত করা হয়। এতে ঐ মাসে প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ সড়কের দুই প্রান্তে যথাক্রমে ৪৭,৫২,১৪০ ও ৪৭,৭২,৮৪০ টাকা হওয়ায় সেই হিসাবে গড়ে প্রতিদিন যথাক্রমে ১,৬৯,৭১৯.২৯ ও ১,৭০,৪৫৮.৫৭ টাকায় দাঁড়ায়।
- অথচ উক্ত তদন্ত হওয়ার পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২৪-৪-২০০৫ হতে জানুয়ারী'২০০৭ মাস পর্যন্ত মোট ৬৪৬ দিনে উক্ত সড়কের উভয় প্রান্তে প্রতিমাসে গড়ে যথাক্রমে ২৩,৯০,১১১ ও ২৩,৮৩,৬৭৪ টাকা হারে টোল আদায় দেখিয়েছেন, যা প্রতিদিন গড়ে ছিল যথাক্রমে ৭৯,৬৭০.৩৭ ও ৭৯,৪৫৫.৮০ টাকা।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- প্রকৃত টোল আদায়ের পরিমাণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্বাভাবিক কম প্রদর্শনের কারণে সরকারের সংশ্লিষ্ট সময়ে সম্ভাব্য ১১,৮৪,০৭,৪৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে-যা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য (পরিশিষ্ট -'ঘ')।
- ১১,৮৪,০৭,৪৫৮ টাকা সরকারের ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ২৭-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- টংগী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন হতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়েছে এবং সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে টোল আদায় কম প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিনে বাস্তব যাচাইকালে ফেব্রুয়ারী/২০০৭ মাসে ঐ সড়কে যে পরিমাণ শুল্ক আদায় হয়েছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কালে প্রতিমাসে তার অর্ধেক পরিমাণ শুল্ক আদায় দেখানো হয়েছে। যা অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য।
- তাছাড়া আলোচ্য অভিযোগে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক টোল আদায়ের সাথে জড়িত ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এতে উত্থাপিত আপত্তির বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৫

শিরোনাম ঃ কোডাল বিধি লংঘনপূর্বক বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ১,৫৯,৩২,০৫৪ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫টি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩০-৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত/বরাদ্দের অতিরিক্ত দরপত্র আহবান, চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে সরকারের ১,৫৯,৩২,০৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঙ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কর্স একাউন্ট কোড এর প্যারা ৩২(এ) ও ৩৯ অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ বিহীন কিংবা প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যয় করা যাবে না।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-১/ডিপি-১/২০০০ তারিখ-৩-২-২০০৫ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক) অনুযায়ী যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি বিধান/আদেশ পত্রের নির্দেশ অনুসৃত হয়নি।
- ১,৫৯,৩২,০৫৪ টাকা বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে ২৯-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে কয়েকবার সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে কয়েকটি তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ও ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- কাজগুলি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সরকারি স্বার্থে সম্পাদন করা হয়েছে।
- সরকারি স্বার্থে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- কোডাল বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ লংঘন করে বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত/বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক কার্য সম্পাদন ও অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কোডাল বিধি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ লংঘণ করে বরাদ্দ বিহীন/বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান ও অর্থ পরিশোধের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৬

শিরোনাম ঃ পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদিত ডিজাইন ষ্টান্ডার্ডকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন কাজ দেখিয়ে ৬০,৭১,১১৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫টি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত "রোড ডিজাইন ষ্টার্ন্ডার্ড" কে উপেক্ষা করে রাস্তার কাজে বিভিন্ন ঠিকাদারকে মোট ৬০,৭১,১১৪.৭৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, উক্ত টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (পরিশিষ্ট-'চ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পরিকল্পনা কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং-পি সি/টি এস/সড়ক ষ্টান্ডার্ড -১০ (ভলি-২)/-৩-৬৪৯ তারিখ-৪-৯-২০০৪ অনুযায়ী, আপত্তিতে বর্ণিত রাস্তায় ষ্টান্ডার্ড ডিজাইন মোতাবেক কাজ ও বিল পরিশোধযোগ্য ছিল।
- জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস ১ম খন্ডের প্যারা-১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে, নিজের অর্থ ব্যয়ের মতো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে, উক্ত বিধি/বিধান, নির্দেশ অনুসৃত হয়নি।
- অননুমোদিতভাবে রাস্তা নির্মাণ সংক্রান্ত ৬০,৭১,১১৫ টাকা ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবর কয়েকটি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৯-১০-২০০৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ও ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।
- সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক হওয়ায়, ভারী যানবাহন চলাচল করার কারণে কার্পেটিং, সীল কোট ও সাব বেইজ ও ওয়াটার বন্ড ম্যাকাডাম এর পুরুত্ব বেশী দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জাতীয় মহা সড়ক ও ভারী যানবাহন চলাচলের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ষ্টান্ডার্ড রোড ডিজাইন প্রস্তুত করা রয়েছে সে মতে কার্পেটিং, সীলকোট, সাববেজ ও ওয়াটার বন্ড ম্যাকাডাম এর কাজের পুরুত্ব বেশী দেখানোর সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা আবশ্যক। বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৭

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের নিকট হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য ২,৩১,৭৭,৩৫৯ টাকা আদায় না করে বিল পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২টি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৭-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ঠিকাদারের নিকট হতে চূড়ান্ত বিল পরিশোধকালে, স্যালভেজ মালামালের মূল্য আদায় করা হয়নি। ফলে সরকারের ২,৩১,৭৭,৩৫৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- 'ছ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- প্রাক্কলন টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী চূড়ান্ত বিল পরিশোধকালে ঠিকাদারগণের নিকট হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য আদায় পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ঠিকাদারকে পরিশোধযোগ্য। এক্ষেত্রে উহা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- ২,৩১,৭৭,৩৫৯ টাকা আদায়ের বিষয় উল্লেখ করে ১৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২-৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবর কয়েকটি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৯-৬-২০০৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ও ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতেই উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তির জবাব পরবর্তীতে আর কখনো দেয়া হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির টাকা আদায় এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৮

শিরোনাম ঃ **ইজারাদারের নিকট হতে ইজারা বাবদ ৩০,৪২,৯৮২ টাকা আদায় করা হয়নি।**

বিবরণ ঃ

- ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪টি বিভাগের হিসাব ০৮-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৯-০৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় ইজারার অর্থ পাওনা বাবদ ইজারাদারের নিকট ৩০,৪২,৯৮২ টাকা অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'জ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তা সকল প্রকার রাজস্ব আদায় ও বকেয়া রাজস্ব আদায়কল্পে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বকেয়া টাকা আদায়ের বিষয়ে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

- ইজারার ৩০,৪২,৯৮২ টাকা অনাদায়ের বিষয় উল্লেখ্য করে ১১-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৩-০৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবর কয়েকটি পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-০৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৭-১২-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৪-০১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বকেয়া টাকা আদায় করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- কর্তৃপক্ষের জবাবের অনুকূলে পরবর্তীতে গৃহীত কোন কার্যক্রম অডিটকে অবহিত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি মোতাবেক ইজারাদারগণের নিকট থেকে বকেয়া টাকা জরুরীভিত্তিতে আদায় করে সরকারি রাজস্ব খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৯

শিরোনাম ঃ **ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত এবং সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য রাজস্বের ২৯,২৯,৪৯,৪৯৩ টাকা হতে ২৪,৫৫,৪৯,৫৭৪ টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় এবং ৪,৭৩,৯৯,৯২২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে ধরে রাখা হয়।**

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১৪-০৩-২০০৭ খ্রিঃ হইতে ৩১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করে মোট ২৪,৫৫,৪৯,৫৭৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে এবং ৪,৭৩,৯৯,৯২২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে বিধি বহির্ভূতভাবে ধরে রাখা হয়। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঝ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্ট কোড এর অনুচ্ছেদ নং- ৬৬ এবং জি এফ আর এর প্যারা ২৮ অনুযায়ী, বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত টাকা অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে, উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার পরিবর্তে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন কাজে ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

- প্রাপ্ত রাজস্ব ২৯,২৯,৪৯,৪৯৩ টাকা সরকারি হিসাবে জমা না করার বিষয় উল্লেখ করে ১৬-০৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৪-০৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবর কয়েকটি পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক ঢাকা কার্যালয়ের স্মারক নং- সিজিএ/প্রসি ঃ ২৫৯ (৯২-৯৩/৩৫২ তারিখঃ-৩-৫-২০০৫ খ্রিঃ মোতাবেক দরপত্র আহ্বান পূর্বককর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রাস্তার কাজে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুরূপ ব্যয়ের জন্য কোনভাবেই ক্ষমতাবান নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি লংঘনপূর্বক প্রাপ্ত রাজস্বের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে বিভিন্ন কাজের বিপরীতে ঠিকাদারগণকে পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১০

শিরোনাম ঃ **তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ২,২৫,০১,২৩৪ টাকা জামানত খাতে বিধি বহির্ভূতভাবে হিসাবভুক্তি।**

বিবরণ ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২টি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বৎসরের শেষে বাজেটের অর্থ তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে, বিধি বহির্ভূতভাবে মোট ২,২৫,০১,২৩৪ টাকা বিল হতে কর্তন করে জামানত খাতে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-' ঞ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- দরপত্রের শর্তানুযায়ী ১০% হারে পরিশোধিত বিল হতে জামানত কতর্নযোগ্য।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উপ-১/বিধি-৪৬/২০০৪/৮৪৬ তারিখঃ-২৯-১২-২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকার ক্রমিক নং-১৪ অনুযায়ী সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ ৩০ শে জুনের মধ্যে সমর্পন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে, উক্ত নির্দেশসমূহ অনুসৃত হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৪-০৮-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-০৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবরে কয়েকটি পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তিতে ০৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-১১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র এবং ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৪-০১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কয়েকটি আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- জুন মাসে কাজগুলি সম্পাদিত হওয়ায় এবং সাইট পরিদর্শন পূর্বক কাজের গুনগত মান নিশ্চিত না হওয়ার কারণে বিলের আংশিক টাকা জামানত হিসাবে কর্তন করে রাখা হয়। পরবর্তীতে গুনগত মান যাচাই করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- অনিয়মিতভাবে জুন মাসে দরপত্র আহবান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অব্যয়িত অর্থ জামানত খাতে রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ১৩৭৩টি সি সি ব্লক ডাম্পিং/পিচিং বাবদ ঠিকাদারকে ২,৬৩,৮৫৭ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, লালমনিরহাট অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১০-০৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২০-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে ঠিকাদার মেসার্স আবদুল হাকিম কর্তৃক সম্পাদিত লালমনিরহাট-ফুলবাড়ী সড়কের ৮ম কিমিতে নদীর উপর রত্নাই সেতুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোচ রক্ষার্থে সিসি ব্লক পিচিং/ডাম্পিং কাজের বিল, প্রাক্কলন এবং কাজটি সরেজমিনে বাস্তব পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়,
- এপ্রোচ রক্ষার্থে ৪০ সেঃমিঃ×৪০সেঃমিঃ×৪০সেঃমিঃ এবং ৩০সেঃমিঃ ৩০সেঃমিঃ×৩০ সেঃমিঃ সাইজের সি সি ব্লক পিচিং/ডাম্পিং কাজে ঠিকাদারকে যথাক্রমে ২০৪৬ এবং ৬৪৪টি ব্লকের মূল্য বাবদ মোট ৪,৭৩,০৮৫ টাকা (আইটেম নং WDB -৪০/১৯০/৫০ এবং WDB ৪০/১৯০/৫০ WDB) পরিশোধ করা হয়।
- বাস্তব পরিদর্শন এবং গণনায় ২০০৫ সালের খোদাই করা ৪০সেঃমিঃ×৪০সেঃমিঃ× ৪০সেঃমিঃ এবং ৩০সেঃমিঃ×৩০সেঃমিঃ×৩০সেঃমিঃ সাইজের ব্লক ডাম্পিং/পিচিং পাওয়া যায় যথাক্রমে ৮০৭টি এবং ৫১০টি, ফলে ঠিকাদারকে যথাক্রমে ১২৩৯ ও ১৩৪টি সিসি ব্লক এর মূল্য বাবদ ২,৬৩,৮৫৭ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ট')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- কাজের কারিগরি প্রতিবেদনে দেখা যায় কাজটি ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়েছে। কাজ পূর্বে সম্পাদনের সমর্থনে ব্লকের গায়ে ২০০৩ সালের তারিখ খোদাই করা আছে।
- অনুরূপভাবে ২০০৫ সালে তৈরী ব্লক গুলির গায়ে ২০০৫ সাল খোদাই করা আছে। ফলে খুব সহজেই ইতোপূর্বে সম্পাদিত এবং ২০০৫ সালে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে গণনা করা যায় এবং সেভাবেই গণনা করা হয়েছে।
- ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধিত ২,৬৩,৮৫৭ টাকা আদায়ের বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- কাজের সময় স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সি সি ব্লক ফেলা হয়েছে। কিন্তু বন্যার পানির স্রোতে কিছু সি সি ব্লক মাটি চাপা পড়ায় হিসাবে গরমিল হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাবের সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। পরিদর্শনে কোন ব্লক মাটি চাপাপড়ার প্রমান পাওয়া যায়নি। ব্লক ডাম্পিং/পিচিং স্থানে নদীর পানি কম এবং স্বচ্ছ। ফলে তীর থেকে ব্লক গুলো সহজেই গননা করা যায়। তদুপরি নদীতে গোছলরত ২জন লোক দিয়ে ব্লকের পরিমাণ গণনা করে নিশ্চিত করা হয়। এ গণনাকালে বিভাগীয় কার্য সহকারী জনাব আখতারুজ্জামান রাজা নির্বাহী প্রকৌশলী এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ক্ষতির ২,৬৩,৮৫৭ টাকা দায়ী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আদায়সহ দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

শিরোনাম ঃ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও সংযুক্ত ডিজাইন এর পরিপন্থী কাজ করায় ৩৮,১৪,৭৮২ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী,সড়ক বিভাগ নোয়াখালী কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ৮-৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৬-৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত ডিজাইন পরিপন্থীভাবে এগ্রিগেট বেইজ টাইপ এর কাজ করায় মোট ৩৮,১৪,৭৮২ টাকা পরিশোধের কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঠ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- লক্ষ্মীপুর চর আলেকজান্ডার-সোনাপুর সড়কে বিদ্যমান পেভমেন্ট বেইজ টাইপ -১ ও কার্পেটিং দ্বারা মজবুতকরণ কাজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত রোড, ডিজাইন ষ্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের চেয়ে কার্পেটিং কাজের পুরুত্ব বেশি অনুমোদন করে, বেইজ টাইপ-১ এর সাথে আন্ডুলেশন দেখিয়ে এবং প্রাক্কলিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য অনুমোদন করে মোট ৩৮,১৪,৭৮২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে।
- এ ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সড়ক উইং, (প্রজ্ঞাপন তারিখ-৪-১১-২০০৪) কর্তৃক অনুমোদিত সড়ক ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন করা হয়নি।
- ৩৮,১৪,৭৮২ টাকা অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৬-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- রোড ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে, প্রাক্কলন প্রস্তুত করে দরপত্র আহবান ও কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত রোড ডিজাইন ষ্টান্ডার্ডস অনুযায়ী, রাস্তার কাজ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- রোড ডিজাইন ষ্ট্যান্ডার্ড বহির্ভূত কাজ সম্পাদন ও ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ঃ ১৩

শিরোনাম ঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে এক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ১,৭১,৪৩,০৯৬ টাকা অনিয়মিতভাবে ভিন্ন খাতে ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, জামালপুর ও কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২৯-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২০-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, এক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা অন্যখাতে ব্যয় করা হয়েছে। ফলে,মোট ১,৭১,৪৩,০৯৬ টাকা অনিয়মিত ব্যয়ের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ড')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি এফ আর এর প্যারা ৯৬(১)(ক) অনুযায়ী যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৪-৯৪ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/উঃপাঃসাঃ/৯৪/৩৩৯ এর ২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক এক প্রকল্পের খাত হতে অন্য প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করা যাবে না।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৩-২-২০০৫ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১৩ এর ৮(ক) নির্দেশনানুযায়ী যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ঠিক সে উদ্দেশ্যেই উহা ব্যয় করতে হবে।
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৯-৯-২০০৫ তারিখের স্মারক নং-১০২৩ নির্দেশ মোতাবেক অনুমোদিত প্রকল্প ছকে বর্ণিত দফা ওয়ারী বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- ১,৭১,৪৩,০৯৬ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে ১৩-০৮-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২২-০৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৩-১১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র এবং ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ ও ২৪-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ২টি আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সড়ক বিভাগ, জামালপুর ঃ উন্নয়ন খাত হতে দরপত্র আহ্বান করা হলেও বরাদ্দ পাওয়া যায় মেরামত খাত হতে।
- সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রামঃ উল্লিখিত কাজসমূহের বিল ধরলা সেতুর বিবিধ খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে। পি পি তে বিবিধ খাতে সংস্থান রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- মেরামত খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে উন্নয়নখাতে ব্যয় বা পরিশোধ করায় জি এফ আর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে।
- ধরলা সেতুর বিবিধ খাতের টাকা পুরাতন অফিস ভবন মেরামত, পুরাতন ষ্টোর ইয়ার্ড সীমানা প্রাচীর নির্মাণ গাড়ীর জ্বালানী বাবদ ব্যয় করা হয়েছে, যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এইরূপ অনিয়মিত ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তা/ম্যানেজমেন্ট এর নিকট হতে অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

শিরোনাম ঃ অনুমোদিত নকসা বহির্ভূত রাস্তার প্রস্থ দেখিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক ৫,০৪,৫৭৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার অফিসের ২০০৫-২০০৬ অর্থ সনের হিসাব ১৭-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৬-৪-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। প্রাক্কলনের সাথে সংযুক্ত ডিজাইন টাইপ নং-৫ এ রাস্তার প্রস্থ ৩.৭০ মিটার দেখানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী সেতুর এপ্রোচ বাদে অবশিষ্ট অংশের প্রস্থ ৩.৭০ মিটার হবে। কিন্তু প্রস্থ বেশী দেখিয়ে সরকারের ৫,০৪,৫৭৬ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ঢ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- কারিগরী প্রতিবেদন এপ্রোচ রোড ছাড়া অবশিষ্ট অংশের প্রস্থ ৩.৭০ মিটার ধরা হয়েছে কিন্তু প্রাক্কলনে ৪২৫ মি ও ১০৭৫ মিঃ রাস্তার প্রস্থ দেখানো হয়েছে ৪.৮০ মিঃ।
- ফিডার রোড বা জেলা রোড এর প্রস্থও ৩.৭০ মিঃ এর বেশী পেভমেন্ট করার কোন সুযোগ নেই।
- পরিকল্পনা কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং-পি সি/টি এস/সড়ক ষ্ট্যান্ডার্ড-১০ (ভলি-২) ০৩-৬৪৯ তারিখঃ-৪-৯-২০০৪খ্রিঃ অনুযায়ী অনুমোদিত ডিজাইন টাইপ ৫কে উপেক্ষা করে রাস্তার প্রস্থ বেশী দেখানো হয়েছে।
- জি এফ আর এর প্যারা ১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজের অর্থ ব্যয়ের মত সতর্কতা অবলম্বর করা হয়নি।
- ৫,০৪,৫৭৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- কাজের বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োজনে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে কাজগুলি করানো হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- কাজের সাইট এবং বাস্তবতার আলোকে ডিজাইন টাইপ নং-৫ অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিজাইন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখিত Road Design Statement এ বর্ণিত প্রস্থের চেয়ে বেশী প্রস্থ দেখানোর সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নিরুপন করে ডিজাইনের পরিপন্থী অতিরিক্ত প্রস্থ দেখিয়ে প্রাক্কলন অনুমোদনকারীগণ হতে উল্লেখিত ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন।
- পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত ডিজাইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শিরোনাম ঃ বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতের বিপরীতে ব্যয়িত ৫,২৬,৪৫,৬৯৪ টাকার সপক্ষে দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পাওয়া যায়নি।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে গ্রান্টস এন্ড এক্সপেন্ডিচার পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে ইমারজেন্সি ফ্লাড (এডিপি) এর বিপরীতে ৪,০১,৪৫,৬৯৩ টাকা এবং একই কাজে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১,২৫,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৫,২৬,৪৫,৬৯৪ টাকা বিভিন্ন ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট- 'গ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- উক্ত অর্থ ব্যয়ের সপক্ষে দরপত্র আহবান, সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে দরপত্র প্রচার, দরপত্র গ্রহণ, টিইসি মূল্যায়ন এবং ঠিকাদার নির্বাচন সংক্রান্ত প্রামান্য কাগজপত্রাদি নিরীক্ষায় সরবরাহের জন্য অধিযাচন পত্র দেয়া হলেও কোন প্রামান্য কাগজপত্রাদি নিরীক্ষায় সরবরাহ করা হয়নি।
- অডিটের চাহিদা মোতাবেক কাগজপত্র সরবরাহ না করায় সংবিধানের আর্টিকেল ১২৮ (১) এবং জিএফআর প্যারা ১৯ উপেক্ষিত হয়েছে। নিরীক্ষার প্রয়োজনে যে কোন কাগজপত্র পরীক্ষা করা অডিটর জেনারেল বা তাঁহার প্রতিনিধির আইনগত অধিকার। তদুপরি নিরীক্ষাকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান এবং দপ্তর প্রধানের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে উহার ব্যত্যয় হওয়ায় নিরীক্ষাকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।
- ৫,২৬,৪৫,৬৯৪ টাকা অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১৯-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত কাগজপত্র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ঢাকা জোন অফিসে সংরক্ষিত থাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- অর্থ ব্যয় নির্বাহকারী কর্মকর্তার নিকট ব্যয়ের সমর্থনে প্রমানক,সকল দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষিত থাকার কথা এবং সে অনুযায়ী অডিটে উপস্থাপন করার কথা। এক্ষেত্রে তা সংরক্ষণ বা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কার্যালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত প্রমাণক চাহিদা মোতাবেক কর্তৃপক্ষ উত্থাপনে ব্যর্থ হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অডিটের চাহিদানুযায়ী রেকর্ডপত্র সরবরাহ ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উক্ত অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা পরীক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অচিরেই অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ ১৬.৭১% নিম্ন দরে গৃহীত দরপত্রের সম্পূরক কাজে অতিরিক্ত ২,০১,৫০৫ টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অফিসের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২২-৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাঞ্ছারামপুর-হোমনা সড়কের ১২তম কিঃ মিঃ ১২/১ নং-সেতুর (হোমনা প্রান্তে) এপ্রোচ রোড এর মাটির কাজের প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১৬.৭১% নিম্নদরে ৮১,২৩,৯২২ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয় (পরিশিষ্ট-'ত')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পরবর্তীতে চুক্তিবদ্ধ কাজের বাইরে সম্পূরক কাজ হিসাবে ১২,০৫,৮৯৭ টাকার কাজ সম্পাদন করা হয়।
- পি পি আর ২০০৩ এ সম্পূরক কাজ করানোর কোন বিধান রাখা হয়নি।
- মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/শাঃএঃঅঃ/ক্রয়-০৭-২০০৩/১৪৬ তারিখ-২৪-৬-২০০৩ ভেরিয়েশন কাজের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক কিনা তা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়নি।
- যেহেতু সম্পূরক কাজের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক কিনা তা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়নি সেহেতু অতিরিক্ত কাজও সিডিউল রেট হতে ১৬.৭১% কম হওয়া উচিত ছিল।
- সিডিউল রেট হতে ১৬.৭১% কমে সম্পূরক কাজ না করানোর কারণে ২,০১,৫০৫ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- আপত্তিকৃত টাকা সরকারের ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ৭-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এন,টি/এস,টি আইটেমসমূহের কাজ পৃথকভাবে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না।
- ঠিকাদার সিডিউল অব রেট এর কম দরে সম্পূরক কাজ করতে রাজি ছিল না।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ঠিকাদার মূল কাজের ন্যায় Schedule of rate এর চেয়ে কম দামে সম্পূরক কাজ না করলে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ভেরিয়েশন কাজের মূল্য যাচাই করা প্রয়োজন ছিল। মূল কাজ যেহেতু Schedule of rate হতে ১৬.৭১% কম দরে ঠিকাদার সম্পাদন করেছেন সম্পূরক কাজও ঠিকাদার ১৬.৭১% কম দরে করবে এটাই যুক্তিযুক্ত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নিরূপন করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঠিকাদার/দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

শিরোনাম ঃ **জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে আয়করের ১,৭৩,০৪৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ফেরত প্রদান।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৯-৫-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়; সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ঠিকাদারের বিল হতে কর্তনকৃত আয়করের টাকা রাজস্ব হিসাবে জমা না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১,৭৩,০৪৪ টাকা ঠিকাদারকে ফেরত প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'থ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- ঠিকাদারের বিল হতে কর্তনকৃত আয়করের টাকা রাজস্ব খাতে জমা না করে তা ফেরত প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ এবং রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন।
- এক্ষেত্রে এর কোনটাই করা হয়নি।
- ১,৭৩,০৪৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ফেরত প্রদানের বিষয় উল্লেখ করে ১৩-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- কাগজপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে পূর্ণাংগ জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ঠিকাদারের বিল হতে কর্তনকৃত আয়করের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন আবশ্যক। এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে আয়করের টাকা ফেরত প্রদানের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উক্ত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

শিরোনাম ঃ **পত্রিকায় খোলা দরপত্র আহ্বান ও পর্যাপ্ত সময় প্রদান ব্যতীত ১,৪৯,৪৮,২৭৭ টাকার দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিত ব্যয়।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঠাকুরগাঁও কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সনের হিসাব ৩০-৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৯-৫-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে দরপত্র, টি,ই,সি, কার্যাদেশ ও এতদ্‌সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ও বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে খোলা দরপত্র আহ্বান না করে দরপত্র গ্রহণ ও ১,৪৯,৪৮,২৭৭ টাকার কার্য সম্পাদন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'দ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- কাজ এর প্রাক্কলিত মূল্য অনুযায়ী, দরপত্রসমূহ পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে খোলা দরপত্র আহবানযোগ্য। "দি প্রসিডিউরস ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেজুলেশন/২০০৩" এর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন নং-আই এম ই ডি/সি পি টি ইউ/পি পি আর পি ০১০৩ জি/৮৩১২ তারিখ-২৭-১২-২০০৪ খ্রিঃ এর, প্রবিধান ২৪ এর (২) মোতাবেক, দরপত্র পেশের জন্য কমপক্ষে ২১ দিন সময় দিতে হবে এবং দৈনিক পত্রিকায় খোলা দরপত্র আহ্বান করতে হবে। পি পি আর/২০০৩ এর প্রবিধান ২১(১) অনুযায়ী দরপত্র সরাসরি বিজ্ঞাপিত হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত প্রবিধান অনুসৃত হয়নি।
- অনিয়মিতভাবে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ১,৪৯,৪৮,২৭৭ টাকার কার্য সম্পাদনের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৮-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- স্মারক নং-১১৭৬ তারিখঃ ৭-১২-২০০৪ এর মাধ্যমে দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়। দরপত্র দাখিলের তারিখ ছিল ৬-২-২০০৫ খ্রিঃ।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ সংক্রান্ত কোন প্রমানক নিরীক্ষিত অফিস সরবরাহ করতে পারেনি। তাছাড়া, পি পি আর/২০০৩ এর প্রবিধান ২১(১), অনুযায়ী, দরপত্রসমূহ প্রচারের জন্য সরাসরি পত্রিকা অফিসে প্রেরণ করতে হবে। জবাবে, তথ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন পত্রিকায় কত তারিখে প্রকাশিত হয়েছে বা আদৌ প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা বলা হয়নি। এছাড়া দরপত্র সমূহের বিজ্ঞপ্তি জারী ও পেশ বা খোলার তারিখের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সংশোধনী আনা হয়। দ্বিতীয় সংশোধনীতে দরপত্র পেশ এর জন্য ২০-৩-২০০৫ এবং দরপত্র খোলার তারিখ-২১-৩-২০০৫ উল্লেখ করা হয়। যা ২২-২-২০০৫ তারিখে জারীকৃত। কিন্তু এ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের কোন তথ্য প্রমান নেই। পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পি পি আর/২০০৩ এর প্রবিধান লংঘন ও পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশ ব্যতীত কার্য সম্পাদন করায় এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

শিরোনাম ঃ দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান ব্যতিরেকে ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ঠিকাদারকে ১৮,০৩,৯২০ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ, বৃক্ষপালন বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ৩-৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১২-৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বিভাগ কর্তৃক যে কাজের জন্য দরপত্র এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ঠিকাদার কর্তৃক উক্ত কাজ না করে অন্য কিলো মিটারের (যার দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি) কাজ করা হয়েছে। সম্পাদিত কাজের জন্য ঠিকাদারকে ১৮,০৩,৯২০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ধ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি এফ আর এর প্যারা-১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ অবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করা যাবে না। যে কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কেবল মাত্র ঐ কাজ সম্পাদনের জন্যই ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।
- এক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি।
- অনিয়মিতভাবে ১৮,০৩,৯২০ টাকা পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে ৬-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৪-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা পালন পূর্বক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যাহোক, বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক বিস্তারিত অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- দরপত্র ও কার্যাদেশ মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন করার কথা। কিন্তু ঠিকাদার কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ না করে অন্য কাজ করেছে। যা যুক্তিযুক্ত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ ব্যতীত কাজ করা এবং কাজের বিল পরিশোধের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন কাজে উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামালের মূল্য বাবদ বিভাগীয় রেটের চেয়ে কম রেটে কর্তন করায় সরকারের ৩,২৭,২৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, শেরপুর কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ সময়ে নিরীক্ষাকালে সড়ক মেরামত ও পুনঃ নির্মাণ সংক্রান্ত ৩টি কাজের ফরমাল টেন্ডার ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, রাস্তা খনন কাজ হতে উদ্ধারকৃত ইট বা ইটের সম-পরিমান খোয়ার মূল্য প্রতি ঘন মিটার ৩০০ টাকা হতে ৪৫০ টাকা হারে কর্তন করা হয়েছে।
- অথচ ২০০৩ সনের জুলাই মাসে জারীকৃত বিভাগীয় রেট সিডিউল মোতাবেক এভাবে কাজে উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামালের মূল্য প্রতি ঘঃ মিঃ ৯২০ টাকা রেট নির্ধারণ পূর্বক কার্য সম্পাদন করা হয়। সিডিউলের আইটেম কোড নং-০২/-২-০৫)। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য চুক্তিপত্র নং-৪-৯/১৩২৯ (২৫) এর মাধ্যমে সম্পাদিত অনুরুপ কাজে উদ্ধারকৃত মালামালের মূল্য প্রতি ঘঃ মিঃ ৯২০ টাকা হারে কর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় মালামালের মূল্য বিভাগীয় রেট সিডিউলের দরেই কর্তন করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভাগীয় দরে কর্তন না করায়-৩,২৭,২৩৬ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ' ন')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিভাগীয় প্রাপ্য অর্থ আদায়ের দায়িত্ব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত কোডাল বিধি অনুসরণ করা হয়নি।
- সরকারের ৩,২৭,২৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- প্রকৃত পক্ষেই বিভাগীয় মূল্যের কম রেটে মালামালের মূল্য কর্তন করা হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ২০০৩ সনের জুলাই মাসে জারীকৃত বিভাগীয় রেট সিডিউল মোতাবেক আলোচ্য কাজে উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামালের মূল্য প্রতি ঘঃ মিঃ ৯২০ টাকা। অথচ ২০০৫-২০০৬ আর্থিক বৎসরে প্রতি ঘঃ মিঃ ৩০০ টাকা, ৪৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা হারে কর্তন করা হয়েছে।
- উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামালের মূল্য বিভাগীয় রেটের চেয়ে কম রেটে কর্তন করায় আলোচ্য অর্থের ক্ষতি সাধন হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিভাগীয় মালামালের মূল্য বিভাগীয় রেটের চেয়ে কম রেটে কর্তন করে আর্থিক ক্ষতি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ২১

শিরোনাম ঃ ব্রীজ এপ্রোচ সড়কে প্রকৃত সম্পাদিত মাটির কাজের চেয়ে অতিরিক্ত ১৩,৩৮,৬৩১ টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, শেরপুর কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকলে জামালপুর শেরপুর বনগাঁও সড়কের ২য় কিঃ মিঃএ ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পি সি গার্ডার সেতু নির্মাণ কাজের বিল ভাউচারের আইটেম নং-২৫ এর মাধ্যমে সম্পাদিত মাটির কাজ এবং এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল এর স্মারক নং-২৬৭ তারিখ ০২-০২-২০০৫ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ঢাকা জোনকে লিখিত পত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র সেতুর শেরপুর প্রান্তের এপ্রোচ সড়কে ১৬০৪০৮.৯৯২ ঘঃ মিঃ মাটির কাজের মূল্য প্রতি ঘঃ মিঃ ৭০ টাকা হিসাবে ১,১২,২৮,৬২৯.৪৪ টাকা ঠিকাদার ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ার্স সেতু লিঃ কে পরিশোধ করা হয়েছে। যার বিল নং-২৩৩ম চলতি ও ভাউচার নং-৬৮ (এইচ) তারিখ-২৮-০৬-২০০৬ এবং গৃহীত দরপত্র নং-১৯/১৯৯৯-২০০০ (পরিশিষ্ট- 'প')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে লিখিত উক্ত পত্র মোতাবেক দেখা যায় যে, আলোচ্য মাটির কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে যে পরিমাণ বিল পরিশোধ করা হয়েছে তা অপেক্ষা বিদ্যমান কাজের পরিমাণ ২০,১২৯.৭৯ ঘঃ মিঃ কম আছে। অর্থাৎ ২০,১২৯.৭৯ ঘঃ মিঃ মাটির কাজের মূল্য বাবদ প্রতি ঘঃ মিঃ ৭০ টাকা হিসাবে ৫% নিম্ন দরে ১৩,৩৮,৬৩১.০৩ টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- জি এফ আর এর প্যারা-১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তা নিজের অর্থ বিবেচনায় ব্যয় করা আবশ্যক।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসৃত হয়নি।
- অতিরিক্ত ১৩,৩৮,৬৩১ টাকা পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এ ব্যাপারে তদন্ত চলিতেছে। তদন্ত শেষে প্রতিবেদনসহ জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন/পরিমাপ মোতাবেক অতিরিক্ত প্রদর্শিত পরিমাপ বা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের বিষয় বিগত ০২-০২-২০০৫ তারিখে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করা হয়। কিন্তু এর পর থেকে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত ২ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। অথচ এখনও তদন্ত কার্যক্রম শেষ না করার কারণ বোধগম্য নয়।
- তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সরেজমিন রিপোর্ট মোতাবেক প্রকৃত সম্পাদিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাপ প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে পুনঃ তদন্তে সম্পাদিত মাটির কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই বলে বিবেচিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকৃত সম্পাদিত কাজের চেয়ে বেশী পরিমাপ দেখানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২২

শিরোনাম ঃ সি সি ব্লকের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ৭,৭১,৫৪০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, হবিগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ৯-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২০-৫-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, সি সি ব্লকের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৭,৭১,৫৪০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের উক্ত অর্থ ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ফ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়কের ১১তম কিঃ মিঃ সি সি ব্লক স্থাপন কাজে Sand Cushioning কাজের সময় রাস্তা সড়ক বাঁধের প্রস্থ দেখানো হয়েছে ৭.৩২ মিঃ। অপর দিকে ব্লক বসানোর সময় প্রস্থ দেখানো হয়েছে ৭.৭৭ মিঃ। সি সি ব্লক স্থাপনের পূর্বে Sand Cushioning করা হইয়াছে ১০০০×৭.৩২ = ৭৩২০ বর্গ মিটার। নিয়ম অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ স্থানে সি সি ব্লক স্থাপিত হবে। কিন্তু ব্লক স্থাপনের সময় সড়ক বাঁধের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৭৭৭০ বর্গ মিটার।
- স্থাপনযোগ্য ব্লকের সংখ্যা = (৭৩২০- গ্যাপের জন্য ২%)÷(.৪৫×.৪৫) বর্গ মিটার = ৩৫৪২৫টি।
- কিন্তু ঠিকাদারকে মোট ৪০,৪৫০টি ব্লক এর মূল্য স্থাপন ব্যয়সহ পরিশোধ করা হয়েছে।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭,৭১,৫৪০/- টাকা।
- সড়ক বাঁধে ব্লক স্থাপনের পূর্বে জি ও ট্রেক্সটাইল স্থাপন না করায় ত্রুটিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করানো হয়েছে।
- উল্লেখ্য একই সড়কের তৃতীয় কিঃ মিঃ (অ) Sand Cushioning এর সমপরিমাণ আয়তনে সি সি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে।
- জি এফ আর প্যারা ১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজের অর্থ ব্যয়ের মত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।
- অতিরিক্ত ৭,৭১,৫৪০ টাকা পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে ২৪-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সাইটের বাস্তবতার আলোকে সি সি ব্লক স্থাপন করা হয়েছিল।
- জি ও ট্রেক্সটাইল স্থাপন করা হলে আরও অধিকতর ব্যয় হত।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ- ব্লক স্থাপনের জন্য মাটির কাজ ও Sand Cushioning এর কাজ করা হয়েছে। Sand Cushioning এর আয়তনের চেয়ে অতিরিক্ত জায়গায় সি সি ব্লক স্থাপনের সুযোগ নেই। তাছাড়া জি ও টেক্সটাইল স্থাপন না করে সি সি ব্লক স্থাপন করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৩

শিরোনাম ঃ রোড কাটিং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘদিন পূর্বে প্রাপ্ত ১১,১২,৩৬,৬৩৭ টাকা সরকারি রাজস্ব তহবিলে জমা না করে ডিডিও'র ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-
- ঢাকা ওয়াসা ও গ্রামীণ ফোন কোং এর কাছ থেকে ২০০৩ সালের জুন মাসে রোড কাটিং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি বিধান উপেক্ষা করে হিসাবভুক্ত ও সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করে Computer-ভিত্তিক ক্যাশবই Central Management System (CMS) এ সংরক্ষণ করে নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে রেখেছেন এবং তা থেকে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করেছেন (পরিশিষ্ট -ব)।
- Central Public Works Account (CPWA) Code এর ১৭৪ নং প্যারা, ট্রেজারী রুলস্ এর ৯(১) বিধান ও General Financial Rules (GFR) ৫ ও ৮ নং আর্থিক বিধি অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে তা হিসাবভুক্ত করা ও সরকারি খাতে জমা করা বাধ্যতামূলক।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধানের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে বিধায় সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের পরিপত্র নং-১৭৬৬, নং-TND/LCMD/১৪৫ তারিখঃ ১৩-২-২০০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী উক্ত টাকার উপর সঞ্চয়ী আমানত হিসেবে ০২/২০০৭ মাস পর্যন্ত বিলম্বিত সময়ের জন্য ৫% হারে সুদ সহ সুদাসলে উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।
- ১১,১২,৩৬,৬৩৭ টাকা অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অডিট কর্তৃক আপত্তিকৃত টাকার অংকটি সি এম এস পদ্ধতির প্রশিক্ষণকালে নমুনা হিসাবে দেখানো হয়েছিল। বাস্তবে মাসিক হিসাবে (যাহা সিএও অফিস ও পরিচালক/হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তরে দাখিলকৃত) এ ধরনের টাকার অংকের কোন অস্তিত্ব নেই।
- অডিট চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষা দলের সামনে দপ্তরে রক্ষিত মাসিক হিসাব, রেজিস্টার, ক্যাশবহি ইত্যাদি প্রমাণক স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত Computerised Accounting System- এ কোন Fictitious Sample Figure থাকার কথা নয়।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় CMS Accounts -এ ২০০৩ সালে প্রাপ্ত উক্ত অর্থ ২০০৫-২০০৬ সালে ঠিকাদারী বিলও পরিশোধ করেছেন এবং Computer Cashbook - Debit Balance Show করেছেন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- ২০০৩ সালে প্রাপ্ত সরকারি রাজস্ব বিধি মোতাবেক মাসিক ২% হারে জরিমানাসহ দায়ী কর্মকর্তা/management (ব্যবস্থাপনা) এর নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ এই অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২৪

শিরোনাম ঃ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপনে সড়কের পেভমেন্ট খনন না করা সত্ত্বেও পেভমেন্ট নির্মাণের জন্য ঠিকাদারদের ৩৫,৮৮,৯৬৩ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপনের নিমিত্ত রাস্তা খননের জন্য Chief Co-ordination Manager, TMIB, AKTEL Phone CO'র ০২-৫-২০০৫ তারিখের আবেদন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোনের স্মারক নং-১৮২/২(১) ডি জেড তারিখঃ-১৩-৭-২০০৫ এর মাধ্যমে প্রদত্ত অনুমোদন ও নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকার ১১-১০-২০০৫ তারিখের স্মারক নং-৮৪৮৭/১(২) এর মাধ্যমে প্রদানকৃত অনুমতিপত্র নিরীক্ষাকালে পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, ঢাকা-টংগী-জয়দেবপুর সড়কের ১৫ হতে ১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সড়কের সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র পাকা অংশ বোরিং ও কাঁচা অংশ খননের জন্য AKTEL Phone Co. কে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- উক্ত সড়কের পেভমেন্ট খনন না করা সত্ত্বেও **পরিশিষ্টে** উল্লেখিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে উক্ত সড়কের ১৫, ১৭, ১৮তম কিলোমিটারের ফ্লেগজিবল পেভমেন্ট নির্মাণের জন্য ঠিকাদারদের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে যা আদায়যোগ্য (পরিশিষ্ট- 'ভ')।
- অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ৩৫,৮৮,৯৬৩ টাকা পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বনানী-টংগী-জয়দেবপুর (বিমান বন্দর সড়ক) সড়কটি একটি ভি ভি আইপি সড়ক। সড়কটির ১৩তম কিঃ মিঃ হতে বিমান বন্দর পর্যন্ত সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্পের আওতায় ছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে কাঁচা অংশ খননের সুযোগ না থাকায় এজিং খনন করে উল্লেখিতকাজ সম্পাদন করা হয়েছে। কাজের বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর সার্ভে রিপোর্ট, ক্ষতিপুরণের অর্থের জন্য প্রণয়নকৃত প্রাক্কলন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন, নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরীপত্র এবং রাস্তা খননের জন্য যৌথভাবে প্রণীত ড্রইং ডিজাইন অনুযায়ী আলোচ্য ক্ষেত্রে সড়কের পেভমেন্ট (পাকা অংশ) কাটার কোনই অবকাশ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সড়কের পাকা অংশ বোরিং ও কাঁচা অংশ খননের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্ষতিকৃত সমূদয় অর্থ দায়ী কর্মকর্তা/Management (ব্যবস্থাপনা) এর নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২৫

শিরোনাম ঃ পি পি আর/২০০৩ এর লংঘনপূর্বক বহুল প্রচারিত ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এড়ানোর লক্ষ্যে একই কাজকে খন্ড খন্ড আকারে বিভক্ত করে ১৩,৩১,৩৬,৮০৯টাকার দরপত্র আহ্বান ও নির্দিষ্ট দুইজন ঠিকাদারকে কার্যবন্টন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- পি পি আর/২০০৩ এর বিধান উপেক্ষা করে বিভাগীয় ওয়েব সাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এড়ানোর জন্য একই প্রকল্পের একটি কাজকে খন্ড খন্ড আকারে বিভক্ত করা হয়েছে।
- বহুল প্রচারিত পত্রিকার পরিবর্তে নাম সর্বস্ব পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
- একটি কাজকে (একই সড়কের) ১৫টি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিটি গ্রুপে ০৩ জন দরদাতার অংশ গ্রহণ দেখিয়ে তাঁদের মধ্যে নির্দিষ্ট ২ জন ঠিকাদারকে ১২টি কাজ বন্টন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-'ম')**।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পিপিআর-২০০৩ এর-২১(২) নং বিধান অনুযায়ী ১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রাক্কলিত ব্যয়যোগ্য কাজের জন্য ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান বাধ্যতামূলক এবং ১৬(৫) নং বিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ক্রয় পদ্ধতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কোন অবস্থাতেই একটি কাজকে খন্ড খন্ড করে বিভক্ত করা যাবে না (অনুচ্ছেদ-১৫)। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐ বিধানকে এড়ানোর উদ্দ্যেশ্যে উক্ত অনিয়ম করা হয়েছে যার কারণে দরপত্রগুলোতে কোন অবাধ দর প্রতিযোগিতা না হয়ে সবগুলো দরপত্রেই উর্দ্ধদর প্রদান করা হয়েছে এবং এতে সরকারের মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৯ শত ৮৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় তথা ক্ষতি হয়েছে।
- অনিয়মিতভাবে ১৩,৩১,৩৬,৮০৯ টাকার দরপত্র আহ্বানের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বর্ণিত সড়কটি একটি আঞ্চলিক মহাসড়ক। রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়ম অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দর অনুমোদনের পর কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে এবং অনুমোদিত দর অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে কোন অতিরিক্ত ব্যয় হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকার অনুমোদিত পিপিআর/২০০৩ উপেক্ষা করে ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এড়ানোর জন্য ১৩.৩১ কোটি টাকার একটি সড়কের পেভমেন্ট নির্মাণের একই কাজকে ১ কোটি টাকার নীচে রেখে খন্ড খন্ড আকারে বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরিবর্তে নাম সর্বস্ব দৈনিক খবর ও Daily News Line পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
- দরপত্রের প্রতিটি গ্রুপে নির্দিষ্ট তিনজন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করে উর্দ্ধদর প্রস্তাব করেছেন এবং ১২টি গ্রুপের কাজকে ৬টি করে নির্দিষ্ট দুইজন ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে। এতে দরপত্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, অবাধ দর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার পরিবর্তে সমঝোতা দরপত্রের মাধ্যমে উর্দ্ধদরের ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদানের কারণে সরকারের ১,২৫,৮০,৯৮৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২৬

শিরোনাম ঃ প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ অমান্য করে ৮০ হাজার টাকার নীচে অসংখ্য দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারদের ৩৩,৫২,২০৬ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর কার্যালয়ের ০৫-১২-২০০১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-সং-৩/৮৭/৪(অ)-৯৭১(১০০)-প্রঃপ্রঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি আর্থিক শৃংখলা, সৃচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জন্য সওজ মাঠ পর্যায়ের বিভাগসমূহে অনুমোদিত বাৎসরিক কর্মসূচী বহির্ভূত ৮০,০০০ টাকা বা তার নীচে ছোট ছোট আকারের দরপত্র আহ্বান ও কার্যসম্পাদন সম্পর্ণ নিষিদ্ধ।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী দপ্তরের উক্ত নির্দেশ অমান্য করে ২০০৫-২০০৬ সালে কাজের মূল্য ৮০ হাজার টাকা বা তার নীচে সীমিত রেখে বাৎসরিক কর্মসূচী বহির্ভূত ছোট ছোট অসংখ্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সৃচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছাড়াই আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থীভাবে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট -'য')**।
- অনিয়মিতভাবে ৩৩,৫২,২০৬ টাকার দরপত্র আহ্বানের বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অত্র বিভাগাধীন অধিকাংশ রাস্তাই ভি ভি আই পি সড়ক হওয়ায় মেরামতের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সচল রাখতে হয়। তাছাড়াও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সরকারি বাসা এ বিভাগ হতে রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে। এ সমস্ত সড়ক ও বাসাবাড়ী মেরামতের গুরুত্ব অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে ছোট ছোট প্রাক্কলনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হয়। এখানে সরকারি অর্থ অপচয় হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী কার্যালয়ের উল্লিখিতআদেশের নিষেধাজ্ঞা হতে ভি ভি আই পি সড়ককে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া পরিশিষ্টতে উল্লিখিতসকল সড়কই ভি ভি আই পি সড়ক নয়। এমনকি পরিশিষ্টতে উল্লেখকৃত সকল বাসা বাড়ীও ভি ভি আই পি বাসা নয়।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পি পি আর/২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী ২০০৫-২০০৬ সালে মেরামত সংক্রান্ত কোন অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেননি। এমনকি কোন বাৎসরিক পরিকল্পনাও ছিলনা। জরুরী প্রয়োজনের কথা বলা হলেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রাক্কলন প্রস্তুতের পরই কার্যসম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ ২৭

শিরোনাম ঃ মেরামতের অগ্রাধিকার তালিকা সংক্রান্ত Road Asset Management (RAM) এর জরীপ অনুযায়ী মেরামতের প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও সড়ক মেরামতের নামে ৯৩,৯১,৪৫২ টাকার ক্ষতি সাধন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বিভাগাধীন Z/8002 কোড নম্বরভুক্ত কোনাখোলা(কেরানীগঞ্জ)-খোলামোড়া-হযরতপুর-ইটাভাড়া-হেমায়েতপুরসড়কটি মেরামতের জন্য ২০০৫-২০০৬ সালে উক্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-'র')**।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের HDM Circle প্রণীত মেরামত সংক্রান্ত অগ্রাধিকার তালিকা Road Asset Management (RAM) এর জরীপে উক্ত সড়কটি মেরামতের জন্য Critical ও Priority কোন তালিকাতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ RAM এর জরীপ অনুযায়ী সড়কটির পরিশিষ্টে বর্ণিত চেইনেজের আদৌ মেরামতের কোন প্রয়োজনই ছিল না।
- এক্ষেত্রে উক্ত সড়কের মেরামতের নামে খরচকৃত অর্থ সরকারি ক্ষতি হিসেবে বিবেচনাযোগ্য।
- সড়ক মেরামত সংক্রান্ত ৯৩,৯১,৪৫২ টাকার ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বর্ণিত সড়কটি একটি আঞ্চলিক মহাসড়ক। তৎকালীন স্থানীয় সাংসদের নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার একমাত্র সড়ক হওয়ায় সড়কটি সার্বক্ষণিক চালু রাখার তাগিদ ছিল। রাস্তাটি চালু রাখতে মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রদানকৃত তথ্য অনুযায়ী সড়কটি প্রকৃতপক্ষে একটি জেলা সড়ক (Z/8002) কোড নম্বরভুক্ত), আঞ্চলিক মহাসড়ক নয়।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০০৫-২০০৬ সালেই সড়কটির ১ম হতে ২৪তম কিলোমিটার পর্যন্ত পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে একই বৎসরে পুনরায় সড়কটির মেরামত কাজ করানো অগ্রহণযোগ্য এবং সে কারণেই সড়কটি RAM এর জরীপ অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিকৃত সমুদয় অর্থ দায়ী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনার নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২৮

শিরোনাম ঃ মন্ত্রণালয় ও সওজ অনুমোদিত Road Asset Management (RAM) এর মেরামতের Critical ও Priority তালিকায় উল্লিখিত চেইনেজ এর পরিবর্তে অন্য চেইনেজে মেরামত দেখিয়ে ১,২৬,৫২,৪৯৪ টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক আর-১১০ ও এন-৩০২ কোড নম্বরভুক্ত ঢাকা-ডেমরা-শিমরাইল এবং টংগী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়ক দুটির উল্লিখিত বিভিন্ন কিলোমিটারের বিভিন্ন চেইনেজে মেরামতের জন্য উল্লিখিত ১,২৬,৫২,৪৯৪ টাকা খরচ করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট -'ল'**)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং সওজ অধিদপ্তর অনুমোদিত ও সওজ HDM Circle প্রণীত Road Asset Management জরীপে মেরামতের জন্য Critical ও Priority কোন তালিকাতে বর্ণিত সড়ক দুটির মেরামতকৃত কিলোমিটার ও চেইনেজসমূহে মেরামতের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- ফলে এক্ষেত্রে সওজ'র উক্ত Priority তালিকা বহির্ভূত চেইনেজে সড়ক মেরামত করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকাকে উপেক্ষা করেছেন এবং এতে সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিবর্তে ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- সড়ক মেরামত সংক্রান্ত ১,২৬,৫২,৪৯৪ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বর্ণিত রাস্তা ২টি আঞ্চলিক মহাসড়ক হওয়ায় সার্বক্ষণিক চালু রাখার স্বার্থে বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এখানে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- RAM এর জরীপ অনুযায়ী সড়ক দুটির মেরামতকৃত চেইনেজসমূহ আদৌ মেরামতের কোন প্রয়োজনই ছিল না। সওজ HDM Circle হলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনস্থ সড়কসমূহের মেরামতের অগ্রাধিকার ও Critical তালিকা প্রণয়নের অনুমোদিত বিভাগ।
- কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ RAM এর উল্লেখিত চেইনেজের পরিবর্তে সড়ক দুটির অন্য চেইনেজে অবাস্তব মেরামত দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করেছেন। তাই আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিকৃত সমুদয় অর্থ দায়ী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনার নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২৯

শিরোনাম ঃ **একনেক এর অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও ৪,৪৯,৯৬,৭২০ টাকা প্রকল্পের বিপরীতে কার্য সম্পাদন ও অনিয়মিতভাবে ব্যয়।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ আর্থিক সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, জয়দেবপুর হতে দেবগ্রাম ভুলতা নয়াপুর বাজার হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত (ঢাকার প্রগতি সরণী সংযোগসহ) সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৬-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের একনেক এর সভায় অনুমোদন না করে ফেরৎ প্রদান করা হয়।
- কিন্তু প্রকল্পটিতে অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যসম্পাদন ও শিরোনামে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট -'শ')**।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সরকারি বিধি মোতাবেক একনেক এর অনুমোদনযোগ্য প্রকল্পসমূহে ECNEC এর অনুমোদন ছাড়া কার্যসম্পাদন করা যায় না।
- তাছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত "উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা" নং-অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৪৬/৯৭/৪৬৯/৯৮১ তারিখঃ-০২-১১-২০০২খ্রিঃ এর ক্রমিক নং-০১ অনুযায়ী অননুমোদিত প্রকল্পের অর্থ ছাড়/খরচের পূর্বে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- আলোচ্যক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত সরকারি বিধান লংঘিত হয়েছে।
- সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত ৪,৪৯,৯৬,৭২০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় এর বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সরকারি বিধান অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি ও ছাড়করণের মাধ্যমে উক্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জবাবে প্রকল্পটিতে একনেক এর অনুমোদন প্রাপ্তির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।
- তাছাড়া অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়করণের স্বপক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনেরও কোন কপি প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৩০

শিরোনাম ঃ মেরামত সংক্রান্ত বাৎসরিক ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন ছাড়াই সমগ্র আর্থিক সালে ঢালাওভাবে ২৬,৪৯,২৭,৮৮১ টাকার মেরামত কার্য সম্পাদন ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১২-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-
- ২০০৫-২০০৬ সালে সরকারি বিধান উপেক্ষা করে মেরামত সংক্রান্ত বাৎসরিক ক্রয় নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন না করে বা অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন না করে বিশৃংখল ও ঢালাওভাবে সড়কসমূহের মেরামত কার্যসম্পাদন করে ২৬,৪৯,২৭,৮৮১ টাকা খরচ করা হয়। (পরিশিষ্ট- 'ষ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা/২০০৩ এর ১৬ (৪) নং বিধান অনুযায়ী সরকারি অর্থ খরচের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমবন্টন ও অগ্রাধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রতিটি Procuring Entity'র মেরামত সংক্রান্ত বাৎসরিক প্লান প্রণয়ন ও ঐ প্লান অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান ও কার্যসম্পাদন বাধ্যতামূলক (Mandatory)।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত সরকারি ক্রয় নীতিমালা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- সড়ক মেরামত সংক্রান্ত ২৬,৪৯,২৭,৮৮১ টাকা অনিয়মিত ব্যয় এর বিষয় উল্লেখ করে ২৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এ বিভাগাধীন অধিকাংশ রাস্তাই ভি ভি আই পি সড়ক। এই রাস্তা দিয়ে অধিকাংশ সময়ে দেশী-বিদেশী ভি ভি আই পি ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রীয় অতিথিবৃন্দ, দাতা গোষ্ঠীসহ বিদেশী ডেলিগেটবৃন্দ যাতায়াত করে থাকেন। ফলে মেরামতের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে এ সকল রাস্তা চালু রাখতে হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বাৎসরিক মেরামত নীতিমালা প্রণয়নের সাথে ভি ভি আই পি সড়ক বা সে সমস্ত সড়কে কারা যাতায়াত করেন তাঁর কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।
- সরকারি ক্রয় নীতিমালা/২০০৩ অনুযায়ী রাজস্ব খাতভূক্ত বাৎসরিক মেরামত নীতিমালা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক (Mandatory)। ভি ভি আই পি সড়ক হলে সেক্ষেত্রে মেরামত নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই-এমন কোন বিধান পি পি আর/২০০৩ এ রাখা হয়নি।
- তাছাড়া আলোচ্য বিভাগাধীন ২/৪টি সড়ক ছাড়া অধিকাংশ সড়কই ভি ভি আই পি মর্যাদাভুক্ত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখঃ ২২.১০.২০০৮ খ্রিঃ

তারিখ ঃ

(মোঃ আমির খসরু)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২৪৫৭কম/এ-৭১৩ বই-২০০৮।